



কৃষি তথ্য বার্তা



মাসিক কৃষি তথ্য বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ □ ৫০তম বর্ষ □ পঞ্চম-সংখ্যা □ ভাদ্র-১৪৩৩, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০২৬ □ পৃষ্ঠা ৮

রাজশাহীতে গুদামে পর্যাপ্ত সার রয়েছে, কৃত্রিম সংকট ...

২

নরসিংদী জেলার কৃষিপণ্য রপ্তানিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ...

৩

বগুড়া অঞ্চলের শস্যবিন্যাসে বিনা উদ্ভাবিত ফসলের ...

৪

পাবনা সদরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ফসলের বীজ ...

৫

কৃষকের খরচ কমানো ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার নির্দেশ

দেশে উৎপাদনযোগ্য কৃষি ও খাদ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানি নির্ভরতা ধীরে ধীরে কমানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সাথে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কৃষিকে আরও উৎপাদনশীল ও লাভজনক করতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ রোববার বিকেলে সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে এসব নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে তিনি নিজের কার্যালয় থেকে হেঁটে কৃষি মন্ত্রণালয়ে যান এবং লিফটের

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩



কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

কৃষক কার্ডের প্রণোদনা পাচ্ছেন
১,১০,৩৬৪ জন কৃষক
- কৃষিমন্ত্রী



সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, পাইলট পর্যায়ে উদ্বোধনী দিনে কৃষক কার্ডের প্রণোদনা পাচ্ছেন ১,১০,৩৬৪ জন কৃষক। ১২ সেপ্টেম্বর-২০২৬ প্রধানমন্ত্রীর ফেনী সফর উপলক্ষে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সারের সংকট নেই, কৃত্রিম সংকট তৈরি করলে ব্যবস্থা
- কৃষিমন্ত্রী



ফরিদপুরের পেয়াজ ও পাটচাষীদের সাথে মতবিনিময়কালে বক্তব্য রাখছেন কৃষিমন্ত্রী

কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, দেশে সারের কোনো সংকট নেই। একটি মহল পরিকল্পিতভাবে সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়ানোর চেষ্টা করছে। বেশি দাম না

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

রাজশাহীতে গুদামে পর্যাপ্ত সার রয়েছে, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা -বিভাগীয় কমিশনার



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) সার গুদাম পরিদর্শনে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) মো: ইউসুফ আলী ও ডিএই উপপরিচালক মোস্তফা কামাল হোসেন

রাজশাহীতে সারের কোনো সংকট নেই। রাজশাহীতে আমন ধানে উপরপ্রয়োগের জন্য কৃষকদের চাহিদা মেটাতে সরকারি গুদামে প্রয়োজনীয় ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে বলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) মো: ইউসুফ আলী। বিভাগীয় কমিশনার বলেন, বর্তমানে যে পরিমাণ সার মজুদ আছে, তা জেলার মাসিক চাহিদার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। সার নিয়ে বাইরে ছড়ানো সংকটের খবরকে তিনি বিভ্রান্তিকর বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি কৃষকদের সার নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে গুজবে কান না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। (৮ সেপ্টেম্বর) মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে আসন্ন আমন ও বোরো মৌসুম সামনে রেখে সারের মজুদ পরিস্থিতি দেখতে নগরীর নওদাপাড়া এলাকায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) সার গুদাম পরিদর্শনে তিনি এসব কথা বলেন। বিসিআইসির বাফার গুদামে বর্তমানে ৯ হাজার ৮০৪ টন ইউরিয়া, ৪৩০ টন টিএসপি

ও ৮৫ দশমিক ৫ টন ডিএপি সার মজুদ রয়েছে। অন্যদিকে, বিএডিসির গুদামে রয়েছে ৬ হাজার ৩১২ টন টিএসপি, ৮০১ টন এমওপি ও ৪ হাজার ৩৪৮ টন ডিএপি সার। চলতি মাসে টিএসপি সারের বরাদ্দ ১ হাজার ৪৫ মেট্রিক টন। এর বিপরীতে গুদামে মজুদ রয়েছে প্রায় ৬ হাজার ৩০০ মেট্রিক টন। একইভাবে চলতি মাসে জেলার জন্য ইউরিয়া সারের বরাদ্দ ৫ হাজার ৭শ মেট্রিক টন হলেও একটি গুদামেই প্রায় ১০ হাজার টন ইউরিয়া মজুদ রয়েছে।

কৃষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার সরকারের কাছে মজুদ রয়েছে। তাই তিনি সার নিয়ে কোনো ধরনের গুজবে কান না দিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

এসময়ে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোস্তফা কামাল হোসেন।

-মো: আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

ময়মনসিংহে রাজস্ব খাতের আওতায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তা বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ



কৃষক প্রশিক্ষণে সভাপতি বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ মো. মসীহুর রহমান, পরিচালক কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষি তথ্য সার্ভিস, ময়মনসিংহে রাজস্ব খাতের আওতায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তা বিষয়ক দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ নগরীর মাসকান্দায়, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কৃষক প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকার, পরিচালক, কৃষিবিদ মো. মসীহুর রহমান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চলের, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষিবিদ তৌফিক আহমদ খান। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিকে এগিয়ে নিতে হবে, অতিরিক্ত সার ব্যবহার না করে সঠিক মাত্রায় সার ব্যবহার করতে হবে তিনি বলেন ময়মনসিংহ অঞ্চলে সারের কোন ঘাটতি নাই। এছাড়াও এই মৌসুমের রোপা আমন ধানের বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড় নিয়ে আলোচনা করেন। কৃষক প্রশিক্ষণে সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্য হচ্ছে অন্যতম, সেই খাদ্য যেন নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ হয়। তিনি আরোও বলেন, আধুনিক কৃষি উৎপাদনে কৃষি তথ্য

সার্ভিসের ভূমিকা অপরিহার্য। তিনি বলেন ৫৫ বছর ধরে কৃষি বিভাগ নিরলস ভাবে কৃষকের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তা না হলে দেশ এত উন্নত হতো না। তাই বর্তমান সরকার কৃষকদের জন্য কৃষক কার্ড করে দিচ্ছে। এতে কৃষক অনেক উপকৃত হবে। কৃষক প্রশিক্ষণে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ, মোঃ এনামুল হক। তিনি বলেন যে, কৃষিতে যে পরিমাণ কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে তা আমাদের জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ফসলের জমিতে সঠিক ঔষধ, সঠিক সময়, সঠিক মাত্রায়, সঠিক নিয়মে ব্যবহার করতে হবে। আলোচক হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ জুবায়রা বেগম সাথী, উপজেলা কৃষি অফিস, সদর, ময়মনসিংহ। তিনি বলেন রাসানিক সারের পরিবর্তে বেশি বেশি জৈব ও ভার্মিকম্পোস্ট সার ব্যবহার করতে হবে। উক্ত কৃষক প্রশিক্ষণে এআইসিসি ভুক্ত সদস্য, অগ্রগামী কৃষক ও উদ্যোক্তা উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ খোরশেদ আলম, কৃতসা, ময়মনসিংহ

এগ্রিকালচারিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের

শেষ পৃষ্ঠার পর

জহির উদ্দিন স্বপন এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন এমপি, শহিদুল ইসলাম বাবুল এমপি, মনজুরুল করিম এমপি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব সেলিম খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এ্যাবের আহ্বায়ক ড. কামরুজ্জামান কায়সার।

বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্ব আজ গুরুতর পরিবেশগত সংকটের মুখোমুখি। এ সংকট মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়ন বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য, সবুজ ও জলবায়ু সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে বৃক্ষরোপণে এগিয়ে আসতে হবে।

তারা আরও বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামী পাঁচ বছরে সারা দেশে ‘২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ’-এর যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এ্যাব তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতীয় এ উদ্যোগকে সফল করতে কৃষিবিদ ও পেশাজীবী সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।

কর্মসূচির শেষ পর্যায়ে ফলজ, বনজ ও ভেষজসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়। এ সময় এ্যাবের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, কৃষি বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় কর্মী এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রংবিলাস আখ চাষ করে সফল চট্টগ্রামের চন্দনাইশের কৃষক



চন্দনাইশের রংবিলাস আখের ক্ষেত

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে রংবিলাস জাতের আখ চাষ এখন কৃষকদের কাছে লাভজনক ফসল। এই আখ কৃষি উদ্যোগ হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অধিক ফলন, সুস্বাদু ও রসালো আখ, সহজ বাজারজাতকরণ এবং তুলনামূলক কম উৎপাদন ব্যয়ের কারণে এ জাতের আখ চাষে ঝুঁকছেন উপজেলার বিভিন্ন এলাকার কৃষক। বর্তমানে চন্দনাইশের আখ বাংলাদেশের

সর্বত্র সরবরাহ হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাইকাররা এসে ক্ষেত থেকেই আখ ক্রয় করে নিয়ে যান। আখ চাষে অনেক পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে, বদলে যাচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র।

স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রংবিলাস জাতের আখ স্বাদে মিষ্টি, রসালো এবং আকর্ষণীয় রঙের হওয়ায় বাজারে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

পুষ্টি কর্নার : কদবেল



কদবেলে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং স্বল্প পরিমাণে লৌহ, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-২ ও ভিটামিন সি বিদ্যমান। প্রতি ১০০ গ্রাম কদবেলে জলীয় অংশ ৮০.৯ গ্রাম, জিংক ০.৩৭ গ্রাম, আঁশ ৩.৫ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৪ কিলোক্যালরি, আমিষ ৩.১ গ্রাম, চর্বি ০.৪ গ্রাম, শর্করা ১০.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৭৪ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৭ মিলিগ্রাম, থায়ামিন ০.৮০ মিলিগ্রাম, রিবোফ্লাবিন ০.০৩ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি ১২.৮ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। গাজীপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কদবেল বেশি জন্মে। কদবেল যকৃত ও হৃৎপিণ্ডের বলবর্ধক হিসেবে কাজ করে। বিষাক্ত পোকামাকড় কামড়ালে ক্ষতস্থানে ফলের শাঁস এবং খোসার গুঁড়ার প্রলেপ দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। কচি পাতার রস দুধ ও মিছির সাথে মিশিয়ে পান করলে ছোট ছেলেমেয়েদের পিত্তরোগ ও পেটের অসুখ নিরাময় হয়। কাঁচা ও পাকা কদবেল দুভাবেই খাওয়া হয়। এছাড়া আচার, চাটনি বানাতেও কদবেল ব্যবহৃত হয়। পাকা কদবেল ভর্তা বানিয়ে খাওয়া বেশ জনপ্রিয়।

সূত্র: কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

নরসিংদী জেলার কৃষিপণ্য রপ্তানিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত



প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মো. মসীহুর রহমান

কৃষিপণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, নিরাপদ উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে কৃষকদের দক্ষ কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ নরসিংদীতে 'কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য উদ্যোক্তা তৈরি' বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা অঞ্চলের আয়োজনে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নরসিংদীর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ হল, উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নরসিংদীতে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মো. মসীহুর রহমান। প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করেন ড. মোহাম্মদ আজিজুল হক, উপপরিচালক, সালাউদ্দিন টিপু, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, সুব্রত কান্তি দত্ত, অতিরিক্ত উপপরিচালক(উদ্যান) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নরসিংদী ও সজীব মুখার্জী, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক, কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজ, শ্যামপুর, ঢাকা। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সাবরিনা আফরোজ, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা অঞ্চল।

প্রশিক্ষণে কৃষিপণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ, রপ্তানিযোগ্য ফসল উৎপাদনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, নিরাপদ ফসল উৎপাদনে জৈব বালাইনাশক ও জৈবসারের ব্যবহার, কৃষি পণ্য রপ্তানির নিয়মকানুন ও ডকুমেন্টেশনসহ কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা, মাননিয়ন্ত্রণ এবং বাজারজাতকরণ বিষয়ে বিস্তারিত প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক

মো: মসীহুর রহমান বলেন, কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাবনাময় খাতে পরিণত করতে কৃষকদের প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতির পাশাপাশি রপ্তানিমুখী কৃষি ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে তুলতে হবে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের প্রতিটি পর্যায়ে গুণগত মান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, পণ্যের গুণগত মান ও নিরাপদ উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। নরসিংদীর উপপরিচালক ড. মোহাম্মদ আজিজুল হক বলেন, নরসিংদী কৃষিপণ্য উৎপাদনে একটি সম্ভাবনাময় জেলা। এ জেলা থেকে প্রচুর পরিমাণ শাকসবজি বিদেশে রপ্তানি হয়। উৎপাদিত এ শাকসবজি ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ জন্য কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষিপণ্যের মাননিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

উল্লেখ্য উক্ত প্রশিক্ষণে নরসিংদী জেলার বিভিন্ন উপজেলার ৩০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

- কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

বরিশালে অতিরিক্ত সচিবের সাথে কৃষি কর্মকর্তাদের মতবিনিময়



বরিশালে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্লানিং, পলিসি এবং কো-অর্ডিনেশন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোস্তফা কামাল

দক্ষিণাঞ্চলে কৃষির বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক মতবিনিময় সভা ১৯ সেপ্টেম্বর বরিশালের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) আয়োজিত এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্লানিং, পলিসি এবং কো-অর্ডিনেশন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোস্তফা কামাল।

ডিএইর অতিরিক্ত পরিচালক মো. আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কিশোর কুমার মজুমদার, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. গোলাম কিবরিয়া, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহম্মাদ আশিক ইকবাল খান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের যুগ্ম পরিচালক মো. আসাদুজ্জামান, ডিএই বরিশালের উপপরিচালক মোসাম্মত মরিয়ম, সহকারী আঞ্চলিক বীজ

প্রত্যয়ন অফিসার রথীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এস এম মামুন, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ছয়েমা খাতুন, বাংলাদেশ সূচ্যারক্রম গবেষণা ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. রতন কুমার গণপতি, বরিশাল সদরের কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো. রাসেল মনির প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, কৃষকরাই সমাজের আসল হিরো। তাই পরামর্শের পাশাপাশি কৃষিবিষয়ক যেকোনো সমস্যা সমাধানে তাদের পাশে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। আর তা হতে হবে মাঠপর্যায়ে। অন্য কোথাও নয়। এ অঞ্চলের কৃষির সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে কৃষকদের উৎসাহিত করতে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান। মতবিনিময় সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

-নাহিদ বিন রফিক, এআইএস, বরিশাল

রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলায় কৃষক কার্ড ও কৃষি উপকরণ সহায়তা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন

রাজ্যমাটি সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি ইউনিয়নের ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ডের তথ্য সংগৃহীত ও যাচাইকৃত ৫৬৭ জন কৃষকের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'কৃষক কার্ড ও কৃষি উপকরণ সহায়তা বিতরণ ২০২৬' কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশের সাথে যুক্ত হয়ে এ

কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "কৃষক কার্ড থাকলে হাতে সেবা পাবেন সাথে সাথে"।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নে এবং জেলা প্রশাসন, রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান।

কৃষকদের সরকারি এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বগুড়া অঞ্চলের শস্যবিন্যাসে বিনা উদ্ভাবিত ফসলের জাত



প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য অধ্যাপক এএসএম গোলাম

বগুড়ায় বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উপকেন্দ্র ঈশ্বরদী, পাবনার আয়োজনে বগুড়া অঞ্চলের উপযোগী বিনা উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ বিদ্যমান শস্যবিন্যাসে অস্তিত্বজ্ঞকরণ শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ আগস্ট ২০২৬ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়ার সম্মেলন কক্ষে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য অধ্যাপক এ এস এম গোলাম হাফিজ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, প্রতিনিয়ত আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের সঙ্গে লড়াই করছি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ফসলের স্বাদ, পুষ্টিগুণ এবং বিভিন্ন জাতের দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই ফসলের স্বাদ, ফলন এবং এলাকার চাহিদার কথা বিবেচনায় নিয়ে আরও গবেষণা করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে নতুন নতুন ফসলের জাত ও কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে এবং তা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, বগুড়া অঞ্চলের কৃষি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ অঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের সবজি স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য জেলার চাহিদাও মেটাচ্ছে। দেশের কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং

শস্যের বহুমুখীকরণ নিশ্চিত করতে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ জরুরি। এ লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে আরও বেশি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাড়াতে হবে।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়ার মহাপরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মজিদ প্রামাণিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (গবেষণা) ড. মোঃ মোকতার হোসেন, বিনা ময়মনসিংহ এর পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস) ড. মো. লুৎফর রহমান মোল্যা, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী পাবনার অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মোঃ মতলুবুর রহমান ও বিনা ময়মনসিংহের সিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান (উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ) ড. ফাহিমিনা ইয়াসমীন। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মুহাম্মদ ফেরদৌস ইকবাল এর সম্বলনায় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মাহবুবুল আলম তরফদার। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অত্র প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক ড. মোহাম্মদ আশিকুর রহমান।

-মোঃ গোলাম আরিফ, কৃষি তথ্য সার্ভিস, পাবনা



সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলায় বিনা উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত



প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিনার পরিচালক (গবেষণা) ড. মাহবুবা কানিজ হাসনা

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), সুনামগঞ্জের আয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট এর সহযোগিতায় বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলায় বিনা উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি সমূহের সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান শস্যবিন্যাসে অন্তর্ভুক্তিকরণে করণীয় শীর্ষক 'আঞ্চলিক কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রোজ মঙ্গলবার দিনব্যাপী এফআইভিডিবি, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এর অডিটরিয়ামে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ময়মনসিংহস্থ বিনার পরিচালক (গবেষণা) ড. মাহবুবা কানিজ হাসনা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এ পর্যন্ত ২২টি ফসলের ১৩৯টি জাত উদ্ভাবন করেছে, এর মধ্যে উচ্চ পুষ্টিগুণসম্পন্ন ৯৬টি জাত রয়েছে। সিলেট অঞ্চলে বিনা ধান৭, বিনা ধান১৭, বিনা ধান২৪, বিনা ধান২৫ এবং বিনা সরিষা৯, বিনা সরিষা১১, বিনা চিনাবাদামসহ চাষাবাদ হচ্ছে। বিনা উদ্ভাবিত এসব ফসল বিদ্যমান শস্যবিন্যাসে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং কৃষকদের সুবিধার্থে অধিক ফলন পেতে এসব প্রযুক্তি ও জাত মাঠ পর্যায়ে আরো বেশি সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। কৃষির অনেক উন্নয়ন হয়েছে সামনে সেই ধারা বজায় রাখতে সবাইকে একত্রে কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, বিনা উদ্ভাবিত জাতগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বিনার অনেকগুলো জাত মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া পেয়েছে এবং কৃষকরাও বেশ উপকৃত

হচ্ছে। তিনি বিনা উদ্ভাবিত এসব জাত ও প্রযুক্তি বিষয়ে বিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একত্রে কাজ করারও আহ্বান জানান।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেট অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে ও বিনার মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের এসও মো. ফরহাদ হোসেনের সঞ্চালনায় কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক এবং সিএসও ড. মোহাম্মদ আশিকুর রহমান। সিলেট অঞ্চলে বিনা ও গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন-বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং সিএসও ড. মো. মাহবুবুল আলম তরফদার। এ ছাড়া সিলেট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ দেবল সরকার এবং সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) কৃষিবিদ এ.এ. মাহুম বিল্লাহ পৃথক দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সিনিয়র প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট প্রফেসর ড. মো. আব্দুল কাদির; সিলেট কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ কৃষিবিদ সুব্রত কুমার চক্রবর্তী; সিলেট অঞ্চলে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ মো. সামুদ্দিন আহমদ; সুনামগঞ্জ উপকেন্দ্র বিনার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মাহমুদুল হাসান মানিক।

-মো. জুলফিকার আলী, কৃত্তসা, সিলেট

পাবনা সদরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ফসলের বীজ, সার ও চেক বিতরণ



প্রণোদনা বিতরণ করছেন পাবনা-৫ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস

পাবনা সদর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও শাকসবজি বীজ, সার এবং এয়ার ফ্লো মেশিন ক্রয়ের চেক বিতরণের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ আগস্ট ২০২৬ ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে এ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়। এ প্রণোদনা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পাবনা-৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাবনা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার তামারা তাসবিহা। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পাবনা সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জাকিরুল ইসলাম। অতিরিক্ত কৃষি অফিসার কৃষিবিদ সিরাজুম মুর্শিদা এর সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও প্রেস ক্লাব পাবনার সিনিয়র নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পাবনা জেলার প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি হলো কৃষি। এখানে ধান, পেঁয়াজ এবং বিভিন্ন শাকসবজি সবচেয়ে বেশি

আবাদ করা হয়। পাবনার বর্তমান কৃষি আবহাওয়া ও মাটি ফসল উৎপাদনের জন্য অধিক উপযোগী। কৃষকরা অনেক বেশি পরিশ্রম করে জেলার কৃষিকে সমৃদ্ধ করেছে। বক্তারা আরো বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ ক্রয়-বিক্রয়, সরকারি ভর্তুকি, প্রণোদনা, প্রশিক্ষণ এবং কৃষি ঋণের সুবিধা নিশ্চিত হয় সে জন্য কৃষক কার্ড বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। যাতে করে কৃষকরা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে আরো বেশি উৎসাহিত হয়। অনুষ্ঠানে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাবনা সদর উপজেলার দশটি ইউনিয়নের মোট ৩৬৫০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে ৬০০ জনের প্রতিজনকে বিনামূল্যে ১ কেজি গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ এমওপি সার, বালাইনাশক ও পলিথিন শীট; ২৫০০ জনের প্রতিজনকে বিনামূল্যে ৭ প্রকারের গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির বীজ, ১৫ কেজি ডিএপি, ১৫ এমওপি সার এবং পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য ৫৫০ জন কৃষকের মাঝে এয়ার ফ্লো মেশিন ক্রয়ের চেক বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

-মোঃ গোলাম আরিক, কৃত্তসা, পাবনা

দেশে সারের ঘাটতি নেই, কৃষকের

শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যবহারের পরামর্শও দেন মন্ত্রী। পরিদর্শনকালে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। কৃষকদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, 'দেশে প্রয়োজনীয় সারের কোনো ঘাটতি নেই।

কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সার সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে'। তিনি ডিলারদের যথাযথ নিয়ম মেনে

কৃষকদের কাছে সার বিক্রি এবং সার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার আহ্বান জানান।

এ সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্দুর রহিম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. খোরশেদ আলম এবং ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক মাজহারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

-সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

‘আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি বিস্তারে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ভূমিকা’ শীর্ষক এক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ



প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুরের পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুল হাকিম

কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনার উদ্যোগে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের সদস্যদের ‘আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ভূমিকা’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইং সকাল ১০ টায় অত্র কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা। তিনি বলেন, কৃষি সংশ্লিষ্ট কৃষির আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি পৌছাতে কৃষি তথ্য সার্ভিস নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যুগের সাথে কৃষিকে এগিয়ে নিতে তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। যার কাছে যত বেশি তথ্য আছে,

সে তত বেশি শক্তিশালী। সময়ের সাথে সাথে তথ্য ও প্রযুক্তির পরিবর্তন হচ্ছে। একমাত্র তথ্য ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েই কৃষির এত উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করেন কৃষি তথ্য সার্ভিস, খুলনার আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার শারমিনা শামিম। প্রশিক্ষণে ক্লাস পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন কৃষিবিদ রুবায়েত আরা, সহকারী আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, কৃষিবিদ মোঃ ফরিদুজ্জামান, মনিটরিং অফিসার, তৈলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, খুলনা অঞ্চল, খুলনা, শামসুন নাহার রত্না, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এসআর-ডিআই, খুলনা।

-মো: আসাদুজ্জামান, কৃতসা, খুলনা

নোয়াখালী জেলার কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার শীর্ষক দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত



বক্তব্য প্রদান করছেন কৃষিবিদ মোঃ মসীছুর রহমান, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষি তথ্য সার্ভিস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের উদ্যোগে "নোয়াখালী জেলার কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার শীর্ষক দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ০৩ সেপ্টেম্বর-২০২৬ ইং নোয়াখালী জেলা সদরের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকের প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মোঃ মসীছুর রহমান, পরিচালক; কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আলী জিন্নাহ এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখেন নোয়াখালী জেলার কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরের উপপরিচালক আশীষ কুমার কর, অতিরিক্ত উপপরিচালক গোলাম সামদানি; সুলতানা রাজিয়া, আঞ্চলিক বেতার কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি

তথ্য সার্ভিস, চট্টগ্রাম অঞ্চল। বক্তারা বলেন, সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারিত হয়েছে। কৃষিতে এসেছে ডিজিটাল সেবা। এখন সময় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে যুগোপযোগী কৃষি উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং এ সব কাজে বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্র ও তথ্যের ব্যবহার। এজন্য প্রয়োজন প্রকৌশল খাতের সাথে সমন্বয় করে দেশীয় লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার সম্প্রসারণ। প্রশিক্ষণে মাইজদী সদর ও বেগমগঞ্জ উপজেলার প্রায় অর্ধশত কৃষক কৃষাণী; মিডিয়া কর্মী ও কৃষি তথ্য সার্ভিস চট্টগ্রাম অঞ্চলের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে কৃষি তথ্য সার্ভিস চট্টগ্রাম অঞ্চলের আয়োজনে কৃষিবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

- সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া; কৃতসা, চট্টগ্রাম

ইমাম মুয়াজ্জিনদের আধুনিক কৃষিতে সম্পৃক্ত

শেষ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচিত সরকারের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের কল্যাণে কাজ করা এবং সুন্দরভাবে দেশ পরিচালনা করা। এ জন্য সরকারের পাশাপাশি জনগণের সহযোগিতাও প্রয়োজন। দেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে কেউ যাতে কোনো অপচেষ্টা চালাতে না পারে, সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

তরুণদের মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখতে পরিবার ও সমাজের সবাইকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, সন্তানদের প্রতি অভিভাবকদের নজরদারি বাড়াতে হবে। পাশাপাশি

সমাজে অন্যায় ও মাদকের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সম্মেলনে হাফেজ মাওলানা মো. তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মো. ইউসুফ মোল্লা, কুমিল্লা মডার্ন হাইস্কুলের সভাপতি মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন কায়সারসহ অন্যরা।

অনুষ্ঠানের শেষে মন্ত্রী তৃতীয় হিফজুল কোরআন বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী হাফেজ শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির সনদ ও স্মারক তুলে দেন।

-সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সারের সংকট নেই, কৃত্রিম সংকট তৈরি করলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিলে সার পাওয়া যাচ্ছে না- এমন অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট খুচরা বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২৯ আগস্ট ২০২৬ শনিবার ফরিদপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত ফরিদপুর জেলার পৈয়াজ ও পাট চাষিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশের মোট চাহিদার তুলনায় প্রায় ১৫ লাখ টন বেশি সার আমদানি করা হয় এবং সমপরিমাণ সারের নিরাপত্তা মজুদ থাকে। ফলে দেশে সার সংকট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে কিছু দুষ্কৃতকারী ও

ষড়যন্ত্রকারী পরিকল্পিতভাবে সারের দাম বাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, কিছু খুচরা সার বিক্রেতা বাজারে সার নেই বলে প্রচার করছেন। অথচ অতিরিক্ত টাকা দিলে তারাই আবার সার সরবরাহ করছেন। এ ধরনের অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মন্ত্রী বলেন, পাট ও পৈয়াজের বীজ যাতে ভবিষ্যতে বিদেশ থেকে আমদানি করতে না হয়, সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। কৃষিতে সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের আমদানি কমিয়ে দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করা।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলায় কৃষক কার্ড

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর



কৃষি সেবার আওতায় এনে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা সহজ ও দ্রুত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষক কার্ড কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষকের তথ্য একটি সমন্বিত ব্যবস্থার আওতায় সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ভবিষ্যতে কৃষি উপকরণসহ বিভিন্ন সরকারি কৃষি সহায়তা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এরই ধারাবাহিকতায় রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার সাপছড়ি ইউনিয়নের ১, ২

ও ৩নং ওয়ার্ডে তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা মোট ৫৬৭ জন কৃষক এ উদ্যোগের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। কৃষক কার্ডের মাধ্যমে তাদের কৃষিসংক্রান্ত তথ্য ও সরকারি সেবার সঙ্গে সংযোগ আরও সুসংগঠিত হবে। সাপছড়ি ইউনিয়নের ৫৬৭ জন কৃষকের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় কৃষক কার্ড ও কৃষি উপকরণ সহায়তা বিতরণ কার্যক্রম আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

কৃষিবিদ অলি সিংহ রায়, কৃতসা, রাঙ্গামাটি অঞ্চল

কৃষক কার্ডের প্রণোদনা পাচ্ছেন ১,১০,৩৬৪

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কৃষক কার্ড, ফ্যামিলি কার্ড এবং ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, পুরোহিত ও সেবায়োত মাসিক সম্মানী ভাতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানস্থল ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার ফুলগাজী সরকারি পাইলট স্কুল মাঠ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে মন্ত্রী এসব কথা জানান। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি উপজেলা, ইউনিয়ন ও ব্লক পর্যায়ে কৃষক কার্ড প্রদানের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশের দুই কোটিরও বেশি কৃষককে কৃষক কার্ডের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে বলে মন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, কৃষক কার্ড প্রদানে কোনো ধরনের বৈষম্যের সুযোগ নেই। প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, ভূমিহীন, মাঝারি ও বড়-সব শ্রেণির প্রকৃত কৃষক এ সুবিধার আওতায় আসবেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, সরকারের লক্ষ্য হলো কৃষক যেন ন্যায্যমূল্যে সার ও বীজ পান এবং তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হয়। সার প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে সারের কোনো সংকট নেই। কেউ কৃত্রিম সংকট তৈরি করে কৃষকদের হয়রানি

বা অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডিলারের কাছে থাকার কথা যে সার, তা অন্য কোনো গুদাম বা ব্যক্তির কাছে পাওয়া গেলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কয়েকটি টিম গঠন করা হয়েছে। সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সারসংক্রান্ত কোনো অনিয়মের খবর পাওয়া গেলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এসব টিম কাজ করছে।

চরাঞ্চলের উন্নয়ন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশের চরাঞ্চলের কৃষিকে আধুনিক ও উৎপাদনমুখী করতে সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। দেশের বিভিন্ন চরকে কিভাবে যুগোপযোগী করা যায় এবং এসব এলাকায় কৃষি উৎপাদন আরও বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এসময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আব্দুর রহিম ও ফেনী জেলার, জেলা প্রশাসক, মোহাম্মদ মাহবুবউল করিম উপস্থিত ছিলেন।

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

রংবিলাস আখ চাষ করে সফল চট্টগ্রামের

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

এর চাহিদা বেশ ভালো। স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফেনী এবং ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ আখ সরবরাহ করা হয়। মৌসুম আসলেই পাইকাররা সরাসরি মাঠে এসে আখ কিনে নেওয়ায় বিপণনে কৃষকদের তেমন কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না।

আখচাষি ওসমান গনি জানান, এক একর জমিতে আখ চাষে যে ব্যয় হয়, বাজারমূল্য ভালো থাকলে তা থেকে কয়েক গুণ বেশি আয় করা সম্ভব। চন্দনাইশের রংবিলাসসহ বিভিন্ন জাতের আখ এলাকার চাহিদা মিটিয়ে এখন সারা দেশে সরবরাহ হচ্ছে। এ ছাড়া আমরা আখের সারির মাঝখানে পেঁয়াজ, রসুন, মুলা, বাঁধাকপি, ফুলকপি ও বিভিন্ন শাকসবজি চাষ করে অতিরিক্ত আয় করে থাকি। এতে উৎপাদন ব্যয় সহজেই উঠে আসে এবং আখ বিক্রির অর্থ প্রায় পুরোটাই লাভে পরিণত হয়।

হাশিমপুরের নাসির মোহাম্মদ পাড়ার কৃষক দেলোয়ার বলেন, কৃষি বিভাগের পরামর্শ ও আধুনিক

চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করায় ফলনও আগের তুলনায় বেড়েছে। উন্নত বীজ, সময়মতো পরিচর্যা এবং রোগবালাই দমনে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে রংবিলাস জাতের আখ চাষে সাফল্য মিলছে। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম থেকে পাইকাররা এসে ক্ষেত থেকে পাইকারি দামে আখ সংগ্রহ করে নিয়ে যান। তারা এই আখ সারাদেশে সরবরাহ করেন।

চন্দনাইশ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. আজাদ হোসেন জানান, এবার চন্দনাইশে আখের আবাদ হয়েছে ১৩৭ হেক্টর জমিতে এবং লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩৫ হেক্টর। তারমধ্যে ৮০ শতাংশ রংবিলাস, বাকি ২০ শতাংশ অন্যান্য জাতের আখ চাষ হয়েছে চন্দনাইশে। চন্দনাইশের মাটি ও জলবায়ু রংবিলাস জাতের আখ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কৃষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কারিগরি পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হচ্ছে। ফলে প্রতি বছরই এ জাতের আখের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

-অপরূপা বড়ুয়া, কৃতসা চট্টগ্রাম

কৃষকের খরচ কমানো ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করে বৈঠকস্থলে পৌঁছান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে উৎপাদন করা সম্ভব এমন কৃষি ও খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। এ জন্য গবেষণালব্ধ ফলাফল, উন্নত জাত, আধুনিক প্রযুক্তি, সেচ সুবিধা ও কৃষি-যান্ত্রিকীকরণ দ্রুত কৃষকের কাছে পৌঁছে দিয়ে উৎপাদন বাড়াতে হবে। পাশাপাশি কৃষকের উৎপাদন খরচ কমানো এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি। বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কৃষি খাতের সামগ্রিক পরিস্থিতি, চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। এতে ভোজ্যতেলের আমদানিনির্ভরতা কমাতে সরিষার উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিশেষভাবে উঠে আসে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮.২৪ লাখ টন থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরিষার উৎপাদন ১৫.৪১ লাখ টনে পৌঁছেছে।

পেঁয়াজের উৎপাদন ও সংরক্ষণ বাড়ানো,

লবণাক্ততা-খরা-জলাবদ্ধতা সহনশীল জাতের সম্প্রসারণ, কৃষিযান্ত্রিকীকরণ এবং সৌরবিদ্যুৎ নির্ভর সেচব্যবস্থা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। বর্তমানে দেশে ২৬১৭টি সৌর সেচব্যবস্থা চালু রয়েছে।

কৃষকদের সরাসরি সরকারি সহায়তা পৌঁছে দিতে 'কৃষক কার্ড' কর্মসূচিকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪৩ লাখ কৃষককে এ কর্মসূচির আওতায় আনার লক্ষ্য রয়েছে। প্রথম ধাপে প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার ৩৬৪ জন কৃষককে কার্ড দেয়ার প্রস্তুতি চলেছে।

বৈঠকে কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ, খাল খনন এবং বৃক্ষরোপণ নিয়েও আলোচনা হয়। সার্বিকভাবে কৃষকের উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে উৎপাদন বাড়ানো এবং কৃষিকে আরও লাভজনক করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

-সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইমাম মুয়াজ্জিনদের আধুনিক কৃষিতে সম্পৃক্ত করতে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে- কৃষিমন্ত্রী

ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের আধুনিক কৃষি কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। বিশেষ করে নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বছরব্যাপী কৃষি উৎপাদনের বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

শনিবার (৩ অক্টোবর) কুমিল্লা টাউন হল মাঠে বাংলাদেশ হাফেজ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশের প্রতিটি গ্রামেই মসজিদ রয়েছে। এসব মসজিদের সঙ্গে ইমাম ও মুয়াজ্জিনরা যুক্ত থাকায় তাদের মাধ্যমে কৃষি ও নিরাপদ খাদ্য

উৎপাদন বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা সম্ভব। তারা আধুনিক ও বিষমুক্ত কৃষি উৎপাদনে যুক্ত হলে নিজেদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি অন্যদেরও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করতে পারবেন।

তিনি বলেন, কৃষিতে অতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে নিরাপদ ও বিষমুক্ত ফসল উৎপাদনে গুরুত্ব দিতে হবে। অতীতে কৃষকেরা রাসায়নিক উপকরণের ব্যবহার ছাড়াই নানা ধরনের ফসল উৎপাদন করতেন। সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির সময় ঘটিয়ে পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি ইউনিয়ন ও কৃষি ব্লকে কৃষি কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে



কুমিল্লায় হাফেজ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কৃষিমন্ত্রী আমিন উর রশিদ

কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। এর সঙ্গে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সম্পৃক্ত করা গেলে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের বিষয়ে

সচেতনতার বার্তা আরও দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। দেশ পরিচালনায় জনগণের সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, জনগণের ভোটে

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

দেশে সারের ঘাটতি নেই, কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে-কৃষিমন্ত্রী



সার ডিলার পয়েন্ট পরিদর্শনকালে মন্ত্রী

২৯ আগস্ট (শনিবার) পথে গাড়ি থামিয়ে সার ডিলার পয়েন্টটি পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। এ সময় তিনি সার বিক্রি ও সরবরাহ পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন এবং ডিলারের সাথে কথা বলেন। পাশাপাশি সার ডিলার পয়েন্ট সংলগ্ন

কীটনাশকের দোকান পরিদর্শন করেন কৃষিমন্ত্রী। এ সময় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে এমন কীটনাশক বিক্রির ক্ষেত্রে ডিলারদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন তিনি। কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাপদ, কার্যকর ও কীটনাশক

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

এগ্রিকালচারিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এ্যাব) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি



প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন এমপি

পরিবেশ রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় এগ্রিকালচারিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এ্যাব) উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩ আগস্ট রোববার বাংলাদেশ কৃষি

গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই), গাজীপুরে কর্মসূচি পালিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১